بسم الله الرحمن الرحيم

নবী সা. এর জীবনীর ধারাবাহিক আয়োজন ‘এক নজরে সীরাহ’

এক নজরে সীরাহ ৬

ঐতিহাসিক মিরাজ, মদীনায় হিজরত ও পরবর্তী উদ্যোগসমূহ

এক নজরে সীরাহ

محمد رسول الله

ঐতিহাসিক মি'রাজ (উর্দ্ধগমন)

ইসরা শব্দের অর্থ হলো, 'রাত্রিকালে ভ্রমণ'। 'মি'রাজ' অর্থ হলো, উর্দ্ধগমনের যন্ত্র। ইসরা ও মি'রাজ রাসূলের জীবনীর একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। রাসূল সা. সশরীরে উর্দ্ধগমন করেন এবং মহান আল্লাহর কাছাকাছি হন। ইসরা ও মি'রাজ সশরীরে হয়েছিল, রাসূল সা. মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসায় গমন করেন, এরপর মসজিদুল আকসা থেকে একে একে সাত আসমান অতিক্রম করেন। সচোক্ষে জান্নাত জাহান্নাম অবলোকন করেন। ইসরা ও মীরাজের ঘটনার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখা ঈমানের অংশ।

سُبْحٰنَ الَّذِیْۤ اَسْرٰی بِعَبْدِهٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِیْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِیَهٗ مِنْ اٰیٰتِنَا ؕ اِنَّهٗ هُوَ
السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ ﴿۱﴾

পবিত্র ও মহীয়ান তিনি যিনি তাঁর বান্দাহকে রাতের বেলা ভ্রমণ করিয়েছেন মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত, যার চারপাশকে আমি কল্যাণময় করেছি। তাকে আমার নিদর্শনাবলী দেখানোর জন্য, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। *(সুরা বানি ইসরাঈল: ১)*

মি’রাজের তারিখ ও বছর নির্ধারিত নয়

রাসূল সা. এর মীরাজ কবে সংঘটিত হয়েছিল এটা নিয়ে নানারকম মত পাওয়া যায়। বাংলাদেশে ২৭ রজবের কথা প্রচলিত হলেও এর কোনোটিই নিশ্চিত নয়। সাহাবীরা দিন তারিখ পালনের চেয়ে শিক্ষা ধারণের প্রতি বেশি গুরুত্ব দিতেন এজন্য সুস্পষ্ট কোন বছরে, কোন মাসে মীরাজ হয়েছে সেটি নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। তবে হিজরী ১৩ তম বছরের রবিউল আউয়াল মাসকে অনেক গবেষক অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

TAHZIB INSTITUTE

TAHZIB INSTITUTE

শুরু হলো যাত্রা

পূর্ববর্তী নবী রাসূলদের সাথে সাক্ষাত

৫০ ওয়াক্ত সালাত থেকে ৫ ওয়াক্ত সালাত নির্ধারণ

বুখারী: [৩৮৮৭]

TAHZIB INSTITUTE

আকাবার ৩য় বাইয়াত (বাইয়াতুল কুবরা)

নবুওয়াতের ১৩তম বছরে ইয়াছরিব (মদীনা) থেকে এবার রাসূল সা. এর নিকট মোট ৭৫ জন নারী ও পুরুষ বাইআত গ্রহণ করে। এর মধ্যে ৭৩ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলা ছিল। এদের মধ্য হতে ১২ জনকে বাছাই করে রাসূল সা. নেতৃত্ব বা প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করেন। এর ঠিক অল্পদিন পরেই রাসূল সা. সফর মাসের ২৭ তারিখ ইয়াছরিবের উদ্দেশ্যে হিজরত করেন।

শপথ নামা

TAHZIB INSTITUTE

فقُلْنا: يا رسولَ اللهِ، عَلامَ نُبايِعُكَ؟ قال: تُبايِعوني على السَّمعِ والطاعةِ في النَّشاطِ والكَسَلِ،
وعلى النَّفَقةِ في العُسْرِ واليُسْرِ، وعلى الأمْرِ بالمعْروفِ، والنَّهْيِ عن المنكَرِ، وعلى أنْ تَقولوا في
اللهِ لا تأخُذُكم فيه لَومةُ لائمٍ، وعلى أنْ تَنصُروني إذا قَدِمْتُ يَثرِبَ، فتَمْنَعوني ممَّا تَمنَعون منه
أنفُسَكُم وأزْواجَكُم وأبْناءكُم ولكم الجَنَّةُ،

জাবের রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল সা., আমরা কী বিষয়ের উপর
বাইয়াত গ্রহণ করবো? রাসূল সা. বললেন
১. সুখে দুখে সর্বাবস্থায় আমার অনুসরণ করবে
২. কষ্টে ও সচ্ছলতা উভয় অবস্থাতেই আল্লাহর পথে ব্যয় করবে
৩. সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করবে
৪. আল্লাহর পথে এভাবে কথা বলবে যেন কোনো নিন্দুকের পরোয়া না করো
৫. আমি যখন ইয়াছরিবে আসবো তখন আমাকে সাহায্য করবে এবং যেভাবে তোমরা নিজেদের ও নিজের স্ত্রী-সন্তানদের হেফাজত করো সেভাবে আমাকে হেফাজত করবে।

হিজরত

হিজরতের কারণসমূহ

- যুগে যুগে নবী রাসূলগণ নিজ ভূখণ্ডে মূল্যায়িত হননি
- সত্য ও অসত্যের লড়াই
- অভিজাত শ্রেণির ক্ষমতা হারানোর ভয়
- কাফেরদের কষ্ট ও নির্যাতন
- মদীনার অনুকূল পরিবেশ
- আত্মীয়তার সম্পর্ক
- আকাবার শপথের ফলে ইসলামের প্রচার
- কেন্দ্রীয় শাসনের অভাব ও মদীনাবাসীর আমন্ত্রণ
- রাসূল সা. কে হত্যার ষড়যন্ত্র

সর্বপরি মহান আল্লাহর নির্দেশ

TAHZIB INSTITUTE

দ্বীনের জন্য মাতৃভূমি ত্যাগ

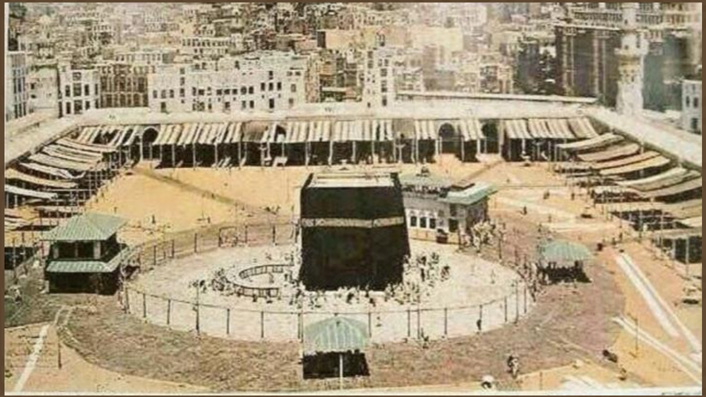

১৯৫৪ সালের পবিত্র মক্কার ছবি

وَاللَّهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ وَلَوْلاَ أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ

রাসূল সা. পাহাড়ের টিলায় দাঁড়িয়ে বলেন, আল্লাহর কসম! তুমি নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলার সকল ভূমির মাঝে সর্বোত্তম এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট তুমিই সবচেয়ে প্রিয়ভূমি। আমাকে যদি তোমার বুক হতে (জোরপূর্বক) বিতাড়িত না করা হত তবে আমি কখনও (তোমায় ছেড়ে) চলে যেতাম না।

(তিরমিযি: ৩৯২৫)

হিজরতের প্রস্তুতি

فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِلْمُسْلِمِيْنَ إِنِّي أُرِيْتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ ذَاتَ نَخْلٍ بَيْنَ لَابَتَيْنِ وَهُمَا الْحَرَّتَانِ فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قِبَلَ الْمَدِيْنَةِ وَرَجَعَ عَامَّةُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ إِلَى الْمَدِيْنَةِ وَتَجَهَّزَ أَبُوْ بَكْرٍ قِبَلَ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى رِسْلِكَ فَإِنِّيْ أَرْجُوْ أَنْ يُؤْذَنَ لِيْ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ وَهَلْ تَرْجُوْ ذَلِكَ بِأَبِيْ أَنْتَ قَالَ نَعَمْ فَحَبَسَ أَبُوْ بَكْرٍ نَفْسَهُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِيَصْحَبَهُ وَعَلَفَ رَاحِلَتَيْنِ كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمُرِ وَهُوَ الْخَبَطُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ.

নবী সা. মুসলিমদের বললেন, আমাকে তোমাদের হিজরতের স্থান (স্বপ্নে) দেখান হয়েছে। সে স্থানে খেজুর বাগান রয়েছে এবং তা দুইটি পাহাড়ের মাঝে অবস্থিত। এরপর যাঁরা হিজরত করতে চাইলেন, তাঁরা মদিনার দিকে হিজরত করলেন। আর যাঁরা হিজরত করে আবিসিনিয়ায় চলে গিয়েছিলেন, তাঁদেরও অধিকাংশ সেখান হতে ফিরে মদিনায় চলে আসলেন। আবূ বকর রা. ও মদিনায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ সা. তাঁকে বললেন, তুমি অপেক্ষা কর। আশা করছি আমাকেও অনুমতি দেয়া হবে। আবূ বকর রা. বললেন, আমার পিতা আপনার জন্য কুরবান হোক! আপনিও কি হিজরতের আশা করছেন? তিনি বললেন, হাঁ। তখন আবূ বকর রা. রাসূলুল্লাহ্ সা.-এর সঙ্গ পাওয়ার জন্য নিজেকে হিজরত হতে বিরত রাখলেন এবং তাঁর নিকট যে দু'টি উট ছিল এ দুটি চার মাস পর্যন্ত বাবলা গাছের পাতা খাওয়াতে থাকেন।

(বুখারী: ৩৯০৬)

গারে ছাওরে আশ্রয় গ্রহণ

قَالَتْ عَائِشَةُ فَجَهَّزْنَاهُمَا أَحَثَّ الْجِهَازِ وَصَنَعْنَا لَهُمَا سُفْرَةً فِيْ جِرَابٍ فَقَطَعَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِيْ بَكْرٍ قِطْعَةً مِنْ نِطَاقِهَا فَرَبَطَتْ بِهِ عَلَى فَمِ الْجِرَابِ فَبِذَلِكَ سُمِّيَتْ ذَاتَ النِّطَاقَيْنِ قَالَتْ ثُمَّ لَحِقَ رَسُوْلُ اللهِ.
صلى الله عليه وسلم وَأَبُوْ بَكْرٍ بِغَارٍ فِيْ جَبَلِ ثَوْرٍ فَكَمَنَا فِيْهِ ثَلَاثَ لَيَالٍ يَبِيْتُ عِنْدَهُمَا

আয়িশাহ রা. বলেন, আমরা তাঁদের জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা অতি শীঘ্র সম্পন্ন করলাম এবং একটি থলের মধ্যে তাঁদের খাদ্যসামগ্রী গুছিয়ে দিলাম। আমার বোন আসমা বিনতে আবূ বকর রা. তার কোমর বন্ধের কিছু অংশ কেটে সে থলের মুখ বেঁধে দিলেন। এ কারণেই তাঁকে ‘জাতুন নেতাক’ (কোমর বন্ধ ওয়ালী) বলা হত। ‘আয়িশাহ রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সা. ও আবূ বকর রা. সাওর পর্বতের একটি গুহায় আশ্রয় নিলেন। তাঁরা সেখানে তিনটি রাত অবস্থান করলেন।

গারে ছাওর পর্বত

TAHZIB INSTITUTE

আবু বকর রা. এর ছেলে খবর পৌঁছাতেন

يَبِيْتُ عِنْدَهُمَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِيْ بَكْرٍ وَهُوَ غُلَامٌ شَابٌّ ثَقِفٌ لَقِنٌ فَيُدْلِجُ مِنْ عِنْدِهِمَا بِسَحَرٍ فَيُصْبِحُ مَعَ قُرَيْشٍ بِمَكَّةَ كَبَائِتٍ فَلَا يَسْمَعُ أَمْرًا يُكْتَادَانِ بِهِ إِلَّا وَعَاهُ حَتَّى يَأْتِيَهُمَا بِخَبَرِ ذَلِكَ حِيْنَ يَخْتَلِطُ الظَّلَامُ.

‘আবদুল্লাহ ইবনু আবূ বকর (রাঃ) তাঁদের পাশেই রাত্রি যাপন করতেন। তিনি ছিলেন একজন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন তরুণ। তিনি শেষ রাত্রে ওখান হতে বেরিয়ে মক্কায় রাত্রি যাপনকারী কুরাইশদের সঙ্গে মিলিত হতেন এবং তাঁদের দু’জনের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র করা হত তা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন, ও স্মরণ রাখতেন। যখন আঁধার ঘনিয়ে আসত তখন তিনি সংবাদ নিয়ে তাঁদের উভয়ের কাছে যেতেন।

বুখারী: [৩৮৮৭]

আমির ইবনু ফুহাইরা খাবার পৌঁছাতেন

وَيَرْعَى عَلَيْهِمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ مِنْحَةً مِنْ غَنَمٍ فَيُرِيحُهَا عَلَيْهِمَا حِينَ تَذْهَبُ سَاعَةٌ
مِنْ الْعِشَاءِ فَيَبِيتَانِ فِي رِسْلٍ وَهُوَ لَبَنُ مِنْحَتِهِمَا وَرَضِيفِهِمَا حَتَّى يَنْعِقَ بِهَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ بِغَلَسٍ
يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ تِلْكَ اللَّيَالِي الثَّلَاثِ

আবূ বকর রা. এর গোলাম আমির ইবনু যুহাইরাহ তাঁদের কাছেই দুধালো বকরীর পাল চরিয়ে বেড়াত। রাতের কিছু সময় চলে গেলে পর সে বকরীর পাল নিয়ে তাঁদের নিকটে যেত এবং তাঁরা দু'জন দুধ পান করে আরামে রাত্রিযাপন করতেন। তাঁরা বকরীর দুধ দোহন করে সাথে সাথেই পান করতেন। তারপর শেষ রাতে আমির ইবনু ফুহাইরাহ বকরীগুলি হাঁকিয়ে নিয়ে যেত। এ তিন রাতের প্রতি রাতে সে এমনই করল।

TAHZIB INSTITUTE

তিনদিন পর মদীনার পথে যাত্রা শুরু

وَاسْتَأْجَرَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُوْ بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيلِ وَهُوَ مِنْ بَنِيْ عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هَادِيَا خِرِّيتًا وَالْخِرِّيتُ الْمَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ قَدْ غَمَسَ حِلْفًا فِي الِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ السَّهْمِيِّ وَهُوَ عَلَى دِيْنِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَأَمِنَاهُ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ بِرَاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلَاثٍ وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ وَالدَّلِيْلُ فَأَخَذَ بِهِمْ طَرِيْقَ السَّوَاحِلِ

রাসূলুল্লাহ্ সা. ও আবূ বকর রা. বনী আবদ ইবনু আদি গোত্রের এক ব্যক্তিকে মজুরির বিনিময়ে ‘খিরিত’ (পথ প্রদর্শক) নিযুক্ত করেছিলেন। দক্ষ পথপ্রদর্শককে ‘খিরিত’ বলা হয়। আদী গোত্রের সাথে তার বন্ধুত্ব ছিল। সে ছিল কাফির কুরাইশের ধর্মাবলম্বী। তাঁরা উভয়ে তাকে বিশ্বস্ত মনে করে তাঁদের উট দু’টি তার হাতে দিয়ে দিলেন এবং তৃতীয় রাত্রের পরে সকালে উট দু’টি সাওর গুহার নিকট নিয়ে আসার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করলেন। আর সে যথা সময়ে তা পৌঁছিয়ে দিল। আর আমির ইবনু ফুহাইরাহ ও পথপ্রদর্শক তাঁদের উভয়ের সঙ্গে চলল। প্রদর্শক তাঁদের নিয়ে উপকূলের পথ ধরে চলতে লাগল।

মদীনাবাসীর অপেক্ষার প্রহর

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَقِيَ الزُّبَيْرَ فِيْ رَكْبٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ كَانُوْا تِجَارًا قَافِلِيْنَ مِنْ الشَّأْمِ فَكَسَا الزُّبَيْرُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ ثِيَابَ بَيَاضٍ وَسَمِعَ الْمُسْلِمُوْنَ بِالْمَدِيْنَةِ مَخْرَجَ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ مَكَّةَ فَكَانُوْا يَغْدُوْنَ كُلَّ غَدَاةٍ إِلَى الْحَرَّةِ فَيَنْتَظِرُوْنَهُ حَتَّى يَرُدَّهُمْ حَرُّ الظَّهِيْرَةِ فَانْقَلَبُوْا يَوْمًا بَعْدَ مَا أَطَالُوْا انْتِظَارَهُمْ فَلَمَّا أَوَوْا إِلَى بُيُوْتِهِمْ أَوْفَى رَجُلٌ مِنْ يَهُوْدَ عَلَى أُطُمٍ مِنْ آطَامِهِمْ لِأَمْرٍ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَبَصُرَ بِرَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِهِ مُبَيَّضِيْنَ يَزُوْلُ بِهِمْ السَّرَابُ فَلَمْ يَمْلِكْ الْيَهُوْدِيُّ أَنْ قَالَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ يَا مَعَاشِرَ الْعَرَبِ هَذَا جَدُّكُمْ الَّذِيْ تَنْتَظِرُوْنَ فَثَارَ الْمُسْلِمُوْنَ إِلَى السِّلَاحِ فَتَلَقَّوْا رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِظَهْرِ الْحَرَّةِ فَعَدَلَ بِهِمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ حَتَّى نَزَلَ بِهِمْ فِيْ بَنِيْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَذَلِكَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ مِنْ شَهْرِ رَبِيْعٍ الْأَوَّلِ

পথিমধ্যে যুবায়রের সাথে নবী সা.-এর সাক্ষাত হয়। তিনি মুসলিমদের একটি বণিক কাফেলার সাথে সিরিয়া হতে ফিরছিলেন। তখন যুবায়র (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্ সা. ও আবূ বকর (রাঃ)-কে সাদা রঙ্গের পোশাক দান করলেন। এদিকে মদিনায় মুসলিমগণ শুনলেন যে নবী সা. মক্কা হতে মদিনার পথে রওয়ানা হয়েছেন। তাই তাঁরা প্রতিদিন সকালে মদিনার হার্রা পর্যন্ত গিয়ে অপেক্ষা করতেন থাকেন, দুপুরে রোদ প্রখর হলে তারা ঘরে ফিরে আসতেন। একদিন তারা পূর্বাপেক্ষা বেশি সময় প্রতীক্ষা করার পর নিজ নিজ গৃহে ফিরে গেলেন। এমন সময় এক ইয়াহূদী একটি টিলায় আরোহণ করে এদিক ওদিক কি যেন দেখছিল। তখন সে নবী সা. ও তাঁর সাথীসঙ্গীদেরকে সাদা পোশাক পরা অবস্থায় মরীচিকাময় মরুভূমির উপর দিয়ে আগমন করতে দেখতে পেল। ইয়াহূদী তখন নিজেকে সংবরণ করতে না পেরে উচ্চস্বরে চীৎকার করে বলে উঠল, হে আরব সম্প্রদায়! এইতো সে ভাগ্যবান ব্যক্তি- যার জন্য তোমরা অপেক্ষা করছ। মুসলিমগণ তাড়াতাড়ি হাতিয়ার তুলে নিয়ে মদিনার হাররার উপকন্ঠে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ সা. সঙ্গে মিলিত হলেন। তিনি সকলকে নিয়ে ডানদিকে মোড় নিয়ে বনু ‘আমর ইবনু ‘আউফ গোত্রে অবতরণ করলেন। এদিনটি ছিল রবি‘উল আউয়াল মাসের সোমবার।

TAHZIB INSTITUTE

মসজিদে কুবা নির্মাণ

রাসূল সা. মদীনা শহরের কিছু দূরে (৩ মাইল) বনু আমর বিন আওফ গোত্রের কুলছুম বিন হিদামের ঘরে কিছুদিন (১৪ দিন) অবস্থান করেন। সে সময় ইসলামের প্রথম মসজিদ 'মসজিদে কুবা' নির্মাণ করেন। আম্মার বিন ইয়াসিরের উদ্যোগে রাসূল সা. সেখানে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

ইসলামের ইতিহাসে মসজিদটি গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তিতেও রাসূল সা. প্রত্যেক শনিবার কখনো কখনো পায়ে হেঁটে বা কখনো আরোহন করে এ মসজিদে আগমন করতেন। এখানে দু রাকাত সালাত পড়লে উমরার সওয়াব লাভ করা যায়। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ ؕ فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا ؕ
وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ ﴿۱۰۸﴾

মসজিদে কুবা
ছবি: ফজলে রাববি

প্রথম জুমার সালাত আদায়

মসজিদে জুমআ

রাসূল সা. কুবা থেকে ফেরার পথে রনুনা উপত্যকায় বনু সালিম ইবনু আওফ গোত্রের নিকট পৌঁছেন। সেদিন ছিল শুক্রবার। রাসূল সা. সেখানে প্রথম জুমআর সালাত আদায় করেন। এটিই ছিল ইসলামের প্রথম জুমআর সালাত আদায়। এখন সে স্থানটি ঐতিহাসিক মসজিদে জুমআ নামে পরিচিত। রাসূল সা. এর সাথে প্রায় ১০০ সাহাবী জুমআর সালাতে অংশগ্রহণ করেন।

রাসূল এলেন মদীনায়

فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَانِبَ الْحَرَّةِ، ثُمَّ بَعَثَ إِلَى الأَنْصَارِ، فَجَاءُوا إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَلَّمُوا عَلَيْهِمَا، وَقَالُوا ارْكَبَا آمِنَيْنِ مُطَاعَيْنِ. فَرَكِبَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ، وَحَفُّوا دُونَهُمَا بِالسِّلاَحِ، فَقِيلَ فِي الْمَدِينَةِ جَاءَ نَبِيُّ اللَّهِ، جَاءَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَأَشْرَفُوا يَنْظُرُونَ وَيَقُولُونَ جَاءَ نَبِيُّ اللَّهِ، جَاءَ نَبِيُّ اللَّهِ. فَأَقْبَلَ يَسِيرُ حَتَّى نَزَلَ جَانِبَ دَارِ أَبِي أَيُّوبَ، فَإِنَّهُ لَيُحَدِّثُ أَهْلَهُ، إِذْ سَمِعَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ وَهْوَ فِي نَخْلٍ لأَهْلِهِ يَخْتَرِفُ لَهُمْ، فَعَجِلَ أَنْ يَضَعَ الَّذِي يَخْتَرِفُ لَهُمْ فِيهَا، فَجَاءَ وَهْىَ مَعَهُ، فَسَمِعَ مِنْ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَىُّ بُيُوتِ أَهْلِنَا أَقْرَبُ " . فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ أَنَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ، هَذِهِ دَارِي، وَهَذَا بَابِي. قَالَ " فَانْطَلِقْ فَهَيِّئْ لَنَا مَقِيلاً " قَالَ قُومَا عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ .

এরপর রাসূলুল্লাহ্ সা. মদিনার হাররার একপাশে অবতরণ করলেন। এরপর আনসারদের খবর দিলেন। তাঁরা নবী সা.-এর কাছে এলেন এবং উভয়কে সালাম করে বললেন, আপনারা নিরাপদ ও মান্য হিসেবে আরোহণ করুন। নবী সা. ও আবূ বকর (রাঃ) উটে আরোহণ করলেন আর আনসারগণ অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তাঁদেরকে ঘিরে চলতে লাগলেন। মদিনায় লোকেরা বলতে লাগল, আল্লাহর নবী এসেছেন, আল্লাহর নবী এসেছেন, লোকজন উঁচু স্থানে উঠে তাঁদের দেখতে লাগল। আর বলতে লাগল আল্লাহর নবী এসেছেন, আল্লাহর নবী এসেছেন। তিনি সম্মুখ পানে চলতে লাগলেন।

শেষে আবূ আইয়ুব (রাঃ)-এর বাড়ির পার্শ্বে গিয়ে অবতরণ করলেন। আবূ আইয়ুব (রাঃ) ঐ সময় তাঁর পরিবারের লোকদের সাথে কথাবার্তা বলছিলেন। ইতোমধ্যে 'আবদুল্লাহ ইবনু সালাম তাঁর আগমনের কথা শুনলেন তখন তিনি তাঁর নিজের বাগানে খেজুর সংগ্রহ করছিলেন। তখন তিনি শীঘ্র ফল সংগ্রহ করা হতে বিরত হলেন এবং সংগৃহীত খেজুরসহ নবী সা. -এর নিকট হাযির হলেন এবং নবী সা.-এর কিছু কথাবার্তা শুনে নিজ গৃহে ফিরে গেলেন। নবী সা. বললেন, আমাদের লোকদের মধ্যে কার বাড়ি এখান হতে সবচেয়ে নিকটে? আবূ আইয়ুব (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর নবী সা.! এই তো বাড়ী, এই যে তার দরজা। নবী সা. বললেন, তবে চল, আমাদের বিশ্রামের ব্যবস্থা কর। *[বুখারী: ৩৯১১]*

মদীনার বুকে খুশির বন্যা

طلع البدر علينا — من ثنيات الوداع

وجب الشكر علينا — ما دعا لله داع

أيها المبعوث فينا — جئت بالأمر المطاع

جئت شرفت المدينة — مرحبا يا خير داع

পূর্ণিমার চাঁদ আমাদের উপর উদয় হয়েছে — ওয়া'দা উপত্যকা থেকে

তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমাদের উপর ওয়াজিব হয়েছে — যতদিন আল্লাহকে ডাকার মত কেউ থাকবে

আমাদের পথ প্রর্দশক আজকে আমাদের মধ্যে — যিনি রবের আদেশ নিয়ে এসেছেন তার আনুগত্য আমাদের করতে হবে।

আপনি এই শহরের জন্য মর্যাদা বয়ে নিয়ে এসেছেন হে রাসূল — স্বাগতম হে, যিনি অতি উত্তম আহ্বানকারী

TAHZIB INSTITUTE

মদীনায় বসবাসীকারী বিভিন্ন শ্রেণি

১. মুসলিম
২. পৌত্তলিক মুশরিক
    ক. আওস
    খ. খাযরায
৩. ইহুদী
    ক. বনু কাইনুকা
    খ. বনু নাজির
    গ. বনু কুরাইযা

এছাড়াও এদের মধ্যে কিছু মুনাফিকের উদ্ভব হয় পরে

মসজিদে নববী নির্মাণ

রাসূল সা. যেখানে তাঁর উটনী নিয়ে প্রথমে থেমেছিলেন সেখানে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। জায়গাটি ছিল সাহল ও সুহাইল বিন রাফে বিন আমর নামের দুজন ইয়াতিম বালকের। আল্লাহর রাসূল সা. তাদের থেকে সেটি উপযুক্ত দামে ক্রয় করে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করেন। খেজুর গাছের ডাল, পাথর ও পাতার ছাউনিতে স্থাপিত হয় ঐতিহাসিক এ মসজিদ। স্বয়ং নবীজি সা. নির্মাণ কাজে অংশ নেন। সাহাবীদের জন্য দুআ করে তাদেরকে উৎসাহিত করেন। মসজিদে নববীর সাথে রাসূল সা. নিজ স্ত্রীদের ঘর নির্মাণ করেন। সাতমাস আবু আইউব আনসারী রা. এর ঘরে অবস্থান করে নিজ ঘরে তিনি বসবাস শুরু করেন।

মসজিদে নববী
ছবি: ফজলে রাববি

TAHZIB INSTITUTE

আজান প্রত্যাবর্তন

আসহাবুস সুফফা

মুহাজির সাহাবীদের মধ্যে একটি দল ছিল যারা সার্বক্ষণিক মসজিদে নববীতে রাসূল সা. এর সান্নিধ্যে অবস্থান করত। তারা মূলত আশ্রয়হীন ছিল, কেউ বা সাময়িক সময়ের জন্য কোথাও থাকার উপযুক্ত জায়গা না পেয়ে সেখানে আশ্রয় নিত। এরমধ্যে আনসার সাহাবীরাও ছিলেন। তারা সর্বদা ইবাদত বন্দেগী ও ইলম চর্চায় ব্যস্ত থাকত, নিজেরা শিখত ও অন্যদের শেখাত। রাসূল সা. এর হাদীস সংরক্ষণ লিপিবদ্ধ করত। তাদের সংখ্যা ৭০ এর কমবেশি হবে। তাদের মধ্যে বিখ্যাত সাহাবী হলেন, আবু হুরাইরা রা., আবু সাঈদ খুদরী, আবু যর গিফারী, কা’ব বিন মালেক, বিলাল, হানযালা, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ, সালমান ফারসি রা. প্রমুখ সাহাবীগণ ছিলেন।

আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন

নবী সা. হিজরতকারী সাহাবী ও মদীনায় বসবাসকারী সাহাবীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে দেন। তাদের অর্থ সম্পদে তাদের নির্ধারিত অংশ ঘোষণা করেন। নবী সা. এর সাথে পূর্বে ও পরে যে সকল সাহাবী মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় গিয়েছেন তাদেরকে ‘মুহাজির’ সাহাবী বলা হয়। আর যারা পূর্ব থেকেই মদীনায় ছিলেন তারা মুহাজির সাহাবীদের সাহায্যে যে আত্মত্যাগ স্বীকার করেছেন এজন্য তাদেরকে ‘আনসার’ বা সাহায্যকারী সাহাবী বলা হয়। তারা নিজেদের ধন সম্পদ, জমি ব্যবসা এমনকি যার দুজন স্ত্রী ছিল একজনকে তালাক দিয়ে মুহাজির ভাইকে দেয়ার প্রস্তাব করেন। এ এক বিরল দৃষ্টান্ত। মহান আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ
حَاجَةً مِّمَّآ اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۗ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُوْنَ ۚ﴿٩﴾

সুরা হাশর: ৯

একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সমাজের গোড়াপত্তন

মদীনায় রাসূল সা. নিজ নেতৃত্বের অভাবনীয় গুণ, সুনিপুণ বিচক্ষণতা ও অপার দূরদর্শিতার মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সমাজ বা রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করেন। যা ধীরে ধীরে আরো সুসংহত হতে শুরু করে। রাসূল সা. প্রথমেই ইয়াহুদী ও মুশরিকদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। যার মাধ্যমে সবাই স্বীকৃতি দেয় রাসূল সা. মদীনার প্রধান নেতা। যে কোনো সমস্যায় তারা নিজেদের আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট সোপর্দ করবে। মুসলিম ও ইসলামী ভূখণ্ডের প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করতে সবাই সমান ভূমিকা রাখবে।

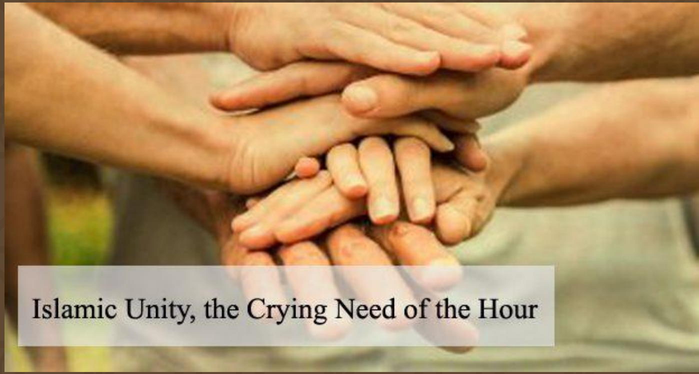

জাঝাকুমুল্লাহু খইর

কোনো প্রশ্ন থাকলে করুন

উস্তায ফজলে রাববি হিফজ, দাওরায়ে হাদীস
অধ্যয়নরত, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব
ইন্সট্রাকটর, তাহযিব ইনস্টিটিউট
ফেসবুক: www.fb.com/farabbi.bd
মেইল: farabbi.bd@gmail.com
+881922730001 (Imo/Whatssapp)
+966509676974 (Saudi Arabia)